তর্কসংগ্রহ

Q.1 তর্কসংগ্রহকারের মতে কারনের লক্ষন কী? কারন কয়প্রকার ও কী কী? কোন কারনকে করন স্বীকার করা হয় এবং কেন?

⇒ তর্কসংগ্রহকার আচার্য অন্নংভট্ট বুদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে অনুভবের উল্লেখ করেছেন এবং চতুর্বিধ যথার্থ অনুভবের জন্য প্রমান স্বরূপ চতুর্বিধ করনও স্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু পূর্বে করন সম্বন্ধে আলোচিত হয়নি, সেকারনে করনকে লক্ষ্য করে গ্রন্থকার বলেছেন —— "অসাধারনং কারনং করনম্।" করন হল অসাধারন কারন। করনকে বোঝাতে গিয়ে 'অসাধারন' কারন বলায় সামান্যভাবে কারনের লক্ষন ও বিভাগ প্রদর্শন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। 'কারন' উল্লেখ দ্বারা কার্যেরও প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মূলত এই অংশেই সমানতন্ত্রী ও ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কার্যকারনবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কার্যকে লক্ষ্য করে আচার্য অন্নংভট্ট বলেছেন —— "কার্য্যম্ প্রাগভাব প্রতিযোগি।" প্রাগভাব প্রতিযোগি যে কার্য তার উৎপত্তিতে কারন অবশ্য স্বীকৃত হয়। অতএব কারনের লক্ষন বলতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন — "কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারনম্।" এর অর্থ হল কার্যোৎপত্তির পূর্বমুহূর্তে যে বিষয়সামগ্রী আবশ্যিকরূপে বর্তমান থাকে সেই নিয়ত পূর্ববৃত্তি বিষয়সামগ্রী সেই কার্যের কারনরূপে স্বীকৃত হয়। মূল অংশে বালকদের 'সুখবোধায়' এইভাবে কারনের লক্ষন করলেও এই লক্ষনে যে অতিব্যাপ্তি দোষ আছে সেটি দীপিকাকারের চোখ এড়িয়ে যায়নি। এমনকিছু বিষয় সামগ্রী কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি হয় যারা ঐ কার্যের কারন ছাড়াও অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন- কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি 'আকাশ' শব্দের কারনরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ায় তাকে আর ঘটোৎপত্তির

Scanned with CamScanner

কারন বলা যাবেনা। অথচ 'কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারনম্' এরূপ বললে আকাশাদিতে ঐ লক্ষনের অতিব্যাপ্তি হবে যা নৈয়ায়িকদের আকাঙ্খিত নয়। কারন লক্ষনে ঐ অতিব্যাপ্তি থেএগুলিকে দীপিকাকার অন্যথা সিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন (যেমন কুলালপিতা, রাসভ প্রভৃতি) এবং তার ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেছেন। এই অন্যথা সিদ্ধিতে বাদ দিয়ে যে বস্তুসামগ্রী কার্য্যোৎপত্তির পূর্বক্ষনে নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয় তাকেই দীপিকাকার কারনের নির্দোষ লক্ষন বলেছেন। এমতাবস্থায় মনে হয় 'কার্য্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারনম্' বলতে তিনি – অনন্যথা সিদ্ধ নিয়তপূর্ববৃত্তিত্বং কারনত্বম্; এরূপ বোঝাতে চেয়েছেন।

আচার্য অন্নং ভট্ট কারনের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করে বলেছেন — কারনং ত্রিবিধম্ সমবায্যসমবায়ি নিমিত্তভেদাৎ'।

১.সমবায়ি কারন ⇒ সমবায়ি কারনের লক্ষন প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন — 'যৎ সমবেতং কার্যং উৎপদ্যতে তৎসমবায়ি কারনম্ যথা তন্তবঃ পটস্য পটশ্চ স্বগতরূপাদেঃ।' যেখানে সমবায় সম্বন্ধ থেকে কার্য উৎপন্ন হয় তাকে সমবায় কারন বলে যেমন মৃত্তিকায় সমবায় সম্বন্ধ থেকে ঘট উৎপন্ন হয় অতএব মৃত্তিকা হল ঘটের প্রতি সমবায় কারন আবার তন্তুসমূহে সমবায় সম্বন্ধ থেকে পটরূপ কার্য উৎপন্ন হয় অতএব তন্তুসমূহ হল পট কার্যের প্রতি সমবায়ি কারন। প্রকৃতপক্ষে সমবায়ি কারন হল উপাদেয় কারন। এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের নয়টি দ্রব্য পদার্থকে সমবায়ী কারনরূপে স্বীকার করতে হবে গ্রন্থকার আরো বলেছেন পটরূপের ক্ষেত্রে পট হল সমবায়ি কারন।

৩. অসমবায়ি কারণ ⇒ অসমবায়ি কারণ লক্ষণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন — " কার্যেণ কারণেন বা সহৈকস্মিন্নর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণং তদসমবায়িকারণম্। যথা তন্তুসংযোগঃ পটস্য তন্তুরূপং পটরূপস্য।" কার্যের সঙ্গে অথবা কারণের সঙ্গে একই অর্থে বা প্রয়োজনে সমবেত হয়ে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থেকে যে বস্তুসামগ্রী ঐ কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয় তাকে অসমবায়ি কারণ বলে। যেমন- সমবায়ি কারণ তন্তুসমূহে তন্তুসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে পট কার্যের প্রতি নিয়ত পূর্ববৃত্তি হওয়ায় তন্তুসংযোগকে পটকার্যের অসমবায়ি কারণ বলে তেমনই তন্তুরূপও পটরূপের প্রতি অসমবায়ি কারণ। যেহেতু অসমবায়ি কারণে ব্যাপার থাকে সেহেতু ঐ ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই কার্যোৎপত্তি ঘটে। আবার অসমবায়ি কারণের নাশে কার্যনাশ হয়ে থাকে যেমন- তন্তুসংযোগ ভিন্ন পটের উৎপত্তি হয় না অথবা তন্তুরূপ না থাকলে পটরূপের উৎপত্তি হয় না, অনুরূপভাবে বলা চলে তন্তুসংযোগ নাশ হলে পটেরও নাশ ঘটে বা তন্তুরূপের নাশে পটরূপেরও নাশ ঘটে। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই অসমবায়ি কারণকে অসাধারণ কারণ বা করণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে — " তদেতৎ ত্রিবিধ কারণমধ্যে যদসাধারণম্ কারণং তদেব করণং।

৪. নিমিত্ত কারণ ⇒ যে কারণটি সমবায়ি কারণ নয় আবার অসমবায়ি কারণও নয় সেই কারণকে নিমিত্ত কারণ বলা হয়েছে— " তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্তকারণং। যথা তুরীবেমাদিকং পটস্য।" পট উৎপত্তির প্রতি তাঁতযন্ত্র, মাকু ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই বস্তুনিচয় পট উৎপত্তির পূর্বক্ষণে নিয়ত পূর্ববৃত্তি ~~করে~~ করে। এগুলি সমবায়ি বা অসমবায়ি কারণ হতে ভিন্ন। আবার অন্যথা সিদ্ধও নয়। সেইকারণে এগুলিকে নিমিত্ত কারণ আখ্যা

Scanned with CamScanner

দেওয়া হয়েছে। ঘটোৎপত্তির ক্ষেত্রে চক্র, দন্ড, কুলাল নিমিত্ত কারণরূপে অভিহিত হয়ে থাকে।

২ লৌকিক প্রত্যক্ষে সোদাহরণম্ সন্নিকর্ষং বিশদয়ত:, আলোচয়ত।

→ তর্কসংগ্রহকার আচার্য অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণে বলেছেন — "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্"। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ। যোগ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগ্য অর্থ বা বিষয়ের যে সম্বন্ধ তাকে সন্নিকর্ষ বলা হয়েছে। এই সন্নিকর্ষের মূলে রয়েছে আত্মমনঃসংযোগ, দীপিকায় গ্রন্থকার বলেছেন — "আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েন ইন্দ্রিয়ম্ অর্থেন ততঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানমুৎপদ্যতে।" অর্থাৎ আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই প্রকার আত্মা মন সংযুক্ত যোগ্য ইন্দ্রিয় যোগ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে। সেই সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের হেতু যে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ তাতে কোনো দ্বিধা নেই। তর্কসংগ্রহকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন — "প্রত্যক্ষজ্ঞানহেতুরিন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষঃ ষড়্বিধঃ সংযোগঃ, সংযুক্ত সমবায়ঃ, সংযুক্ত সমবেত সমবায়ঃ, সমবায়ঃ, সমবেত সমবায়ঃ, বিশেষণ বিশেষ্য ভাবশ্চেতি।" ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের হেতু বলার পর ঐ সন্নিকর্ষের ছয়প্রকার ভেদের উল্লেখ করেছেন গ্রন্থকার এবং তাদের যথাযথ নিদর্শন উপস্থাপিত করেছেন যথা —

১. সংযোগ সন্নিকর্ষ → এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন — "চক্ষুষা ঘটপ্রত্যক্ষজননে সংযোগঃ সন্নিকর্ষঃ অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘট বিষয়ের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। এই সংযোগ সম্বন্ধই হল ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সংযোগ সন্নিকর্ষ।

২. সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ ⇒ ঘটের রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটের সংযোগের ফলে ঘট রূপেরও প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। ঘটরূপ ঘটে সমবায় সম্বন্ধে থাকায় ঐ ঘটের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ হওয়ায় ঘটরূপ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। গ্রন্থকার তাই বলেছেন— ঘটরূপপ্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। "চক্ষুসংযুক্তে ঘটে রূপস্য সমবায়ঃ"।

৩. সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ ⇒ ঘটরূপ দর্শনের সাথে সামান্যভাবে যদি ঘটরূপত্বের প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয় সেক্ষেত্রে নৈয়ায়িকরা সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকার করে থাকেন। যে ঘটের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগসন্নিকর্ষ হয়, সেই ঘটে ঘটরূপ সমবায় সম্বন্ধ থাকে। এবং রূপত্ব জাতি ঐ ঘটের রূপ পুনরায় সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সেই কারণে ঘটরূপত্ব প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। আচার্য অন্নংভট্ট বলেছেন — "রূপত্ব সামান্য প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ; চক্ষুসংযুক্তে ঘটে রূপং সমবেতং, তত্র রূপত্বস্য সমবায়াৎ।" প্রথম তিন প্রকারের সন্নিকর্ষ চক্ষু ইন্দ্রিয়কে বিষয় করে বলা হল। অপর দুটি সন্নিকর্ষ শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে বিষয় করে বলা হয়েছে।

৪ সমবায় সন্নিকর্ষ - শব্দ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়, কারণ কর্ণ কুহরবর্তী আকাশই হল শ্রোত্রেন্দ্রিয়। সেই আকাশে গুণরূপে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সেকারণে শব্দ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সন্নিকর্ষ হল সমবায় সন্নিকর্ষ। — "শ্রোত্রেণ শব্দসাক্ষাৎকারে সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ।

কর্ণবিবর বর্ত্যাকাশস্য শ্রোত্রত্বাৎ শব্দস্যাকাশগুণত্বাৎ গুণগুণিনোশ্চ সমবায়াৎ।"

৫. সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষঃ – শব্দ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যদি শব্দত্ব প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষও স্বীকার করতে হবে, কারন শব্দ আকাশরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং শব্দত্ব জাতি শব্দে পুনরায় সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সেই কারনে শব্দত্ব প্রত্যক্ষের হেতু হল সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ। যথা – "শব্দত্ব সাক্ষাৎকারে সমবেত সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। শ্রোত্রসমবেতে শব্দে শব্দত্বস্য সমবায়াৎ।" ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভেদে এই ৫ প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। এগুলি হল ভাব পদার্থের লৌকিক প্রত্যক্ষের হেতু।

৬. বিশেষন বিশেষ্যভাবঃ সন্নিকর্ষঃ– নৈয়ায়িকেরা অভাবকে পদার্থ স্বীকার করায় তার অনুভব তথা প্রত্যক্ষে অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেছেন, এক্ষেত্রে তারা বিশেষন বিশেষ্য ভাব সন্নিকর্ষ স্বীকার করে থাকেন। অভাব কোনো বিষয়ের কোনো অধিকরনে অনুভূত হয়, যার অভাব সেই বিষয়টি সেই অভাবের প্রতিযোগী, যেখানে অভাব সেটি ঐ অভাবের অনুযোগী। ভূতলে যখন ঘটের অভাব নৈয়ায়িকেরা বোধ করেন তখন তাদের অনুভব হয় – "ঘটাভাববদ্ ভূতলং।" এই প্রকার প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ঘটাভাবের অনুযোগী ভূতল বিশেষ্য পদ, ঐ বিশেষ্যের বিশেষনরূপে অভাবে প্রতিযোগীর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ যার অভাব তার জ্ঞান হয়। ঘটাভাববৎ প্রতি পদটি ভূতলং পদের বিশেষন হওয়ায় ঘটাভাববৎ ভূতলং ইত্যাদি বাক্যে ভূতলে ঘটের অভাব অনুভূত হওয়ায় বিশেষন বিশেষ্য সন্নিকর্ষ অভাব প্রত্যক্ষে স্বীকার করা হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

" অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সন্নিকর্ষঃ। ঘটাভাববদ্ভূতলম্ ইত্যত্র চক্ষুঃসংযুক্তে ভূতলে ঘটাভাবস্য বিশেষণত্বাৎ।" এইভাবে গ্রন্থকার আচার্য অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ ভেদে সন্নিকর্ষের ভেদ প্রদর্শন করেছেন।

৩. পদার্থ কাকে বলে? অন্নংভট্টের মতে পদার্থ কয়প্রকার ও কী কী? দ্রব্যাদিক্রমে পদার্থগুলির উল্লেখের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

⇒ সকল কর্মের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরন অবশ্য কর্তব্য। ইষ্টদেব ও গুরুজনের বন্দনাই হল মঙ্গলাচরন। আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে — " নিধায় হৃদি বিশ্বেশং বিধায় গুরুবন্দনম্।
বালানাং সুখবোধায় ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ।।"

ইত্যাদি মঙ্গলাচরন করার পর পদার্থের ভেদ ও তার স্বরূপ কথনে উদ্যোগী হয়েছেন।

পদের দ্বারা যা বোঝা যায় তাকেই পদার্থ বলে। সকল বস্তুরই বোঝাবার জন্য কোনো না কোনো শব্দ আছে, সুতরাং সকল বস্তুই পদার্থ। কোনো পদ শোনার পরে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের যে বিষয় তারই নাম পদার্থ — " পদজন্যপ্রতীতিবিষয়ত্বম্ পদার্থত্বম্।" অর্থাৎ পদ শ্রবনের দ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের বিষয় যে বস্তু হয় তাই পদার্থ। আচার্য অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় বলেছেন — " পদস্যার্থঃ পদার্থঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অভিধেয়ত্বম্ পদার্থসামান্য লক্ষনম্ ইতি লভ্যতে।" যা অভিধেয়, যার নাম দেওয়া যায়, যা জ্ঞানের বিষয় হয়, যাকে প্রমান করা যায় অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব ইত্যাদি পদার্থের সামান্য লক্ষন। পদার্থ শব্দটির মধ্যেই তার অর্থ নিহিত থাকায় আচার্য অন্নংভট্ট পদার্থের কোনো লক্ষন নিরূপন করেননি।

ন্যায় বৈশেষিক মতে পদার্থ হল সাতটি। গ্রন্থকার বলেছেন —

Scanned with CamScanner

"দ্রব্য গুন ...... সপ্তপদার্থাঃ" অর্থাৎ দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ। এই পদার্থগুলি আবার ভাব ও অভাব ভেদে দ্বিবিধ। প্রথম ছয়টি ভাব পদার্থ এবং শেষেরটি অভাব পদার্থরূপে পরিচিত।

পদার্থের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা যায় দার্শনিকদের মধ্যে, সকলেই সব পদার্থ স্বীকার করেন না। মহর্ষি কণাদাচার্য প্রথম ছয়টি পদার্থ স্বীকার করেছিলেন। অভাবকে তিনি প্রথমে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে বৈশেষিকগন অভাবকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করে সাতটি পদার্থকেই স্বীকার করেছেন। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এদুটি মূল পদার্থ। বেদান্ত মতে দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ, শক্তি এ পাঁচটি পদার্থ। শৈব মতে শক্তি পতি, পশু, পাশ প্রভৃতি পদার্থ। চার্বাক মতে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি পদার্থ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান মাত্রই পদার্থ। মীমাংসকাচার্য কুমারিল ভট্টের মতে দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য ও অভাব এ পাঁচটি পদার্থ স্বীকৃত। প্রভাকর মীমাংসক মতে দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য ও শক্তি এই আটটি পদার্থ। নৈয়ায়িকগন প্রভাকরের শক্তি পদার্থকে অভাব পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ন্যায় মতে সাদৃশ্য কোনো অতিরিক্ত পদার্থ নয়। ন্যায় মতে পদার্থ সাতটি তার বেশীও নয় কমও নয়। একারনেই আচার্য অন্নং ভট্ট পদার্থ গননা প্রসঙ্গে সপ্তপদটির উল্লেখ করেছেন। যাতে গননা করে পদার্থ সাতটি একথা জানা যেত, তথাপি সপ্তপদের প্রয়োগের তাৎপর্যই হল পদার্থ যে সাতটি তার অতিরিক্ত কিছু নয় সেটা জ্ঞাপন করা। অতএব ন্যায়মতে পদার্থ হল সাতটি।

Scanned with CamScanner

দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য এইরূপ ক্রমে যে পদার্থগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে দার্শনিকগন ঐ ক্রমের সার্থকতা বুঝিয়ে থাকেন। তাদের মতে দ্রব্য প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। তার কারন গুনাদি ছয়টি পদার্থই দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। আশ্রয়ের কথা বলে তৎপর আশ্রিতের কথা বলাই সঙ্গত। দ্রব্যের পর গুনের উল্লেখ না করে কর্মের উল্লেখ হল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় দ্রব্যের সঙ্গে গুনের আশ্রয় হয়ে থাকে। কিন্তু সকল দ্রব্য কর্মের আশ্রয় হয় না। এইজন্য দ্রব্যের পর সর্বদ্রব্যাশ্রিত কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। অনন্তর সামান্যের উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু সামান্য সর্বদা দ্রব্য, গুনও কর্মকে আশ্রয় করে থাকে। সামান্য অনেককে অনুগত করে। বিশেষ প্রত্যেককেই বিযুত বা ব্যাবৃত্ত করে। এজন্য অর্থাৎ বিশেষ সামান্যের বিপরীত স্বভাব হওয়ার জন্য সামান্যের পর বিশেষের উল্লেখ করা হয়েছে। অজুন্যদ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ নিজ নিজ আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে এগুলির পরে সমবায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছটি হল ভাব পদার্থ। অতএব ভাব বিলক্ষন অভাবের সপ্তম স্থানে স্থিতি সঙ্গত।

এইভাবে গ্রন্থকার দ্রব্যাদিক্রমে সদভাব পদার্থের এবং সপ্তম পদার্থ-রূপে অভাবের উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞান কাকে বলে? জ্ঞান কয়প্রকার ও কী কী? স্মৃতি কাকে বলে? অনুভব কাকে বলে? ইহা কয়প্রকার ও কী কী? কোন জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়?

⇒ তর্কসংগ্রহকার আচার্য অন্নংভট্ট চতুর্বিংশতি গুনের আলোচনাক্রমে ষোড়শতম গুনরূপে বুদ্ধি জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। এই বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে — "সর্বব্যবহার হেতুর্গুনো বুদ্ধির্জ্ঞানম্।" অর্থাৎ যে গুনপদার্থটি মানুষের বা জীবের সর্ববিধ ব্যবহারের হেতু হয় সেই

Scanned with CamScanner

গুনপদার্থের নাম বুদ্ধি এবং তাকেই জ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধি বা জ্ঞান সর্ববিধ ব্যবহারের অসাধারন কারন বা করন। বুদ্ধির লক্ষনে গুন শব্দের দ্বারা কালাদিতে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। সর্বব্যবহার শব্দটির দ্বারা রূপাদিতে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। দীপিকাকারের মতে 'জানামি' এইরূপ অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞান সূচিত হয়ে থাকে। বুদ্ধি বা জ্ঞান দুই প্রকার। যথা – স্মৃতি ও অনুভব, গ্রন্থকার বলেছেন — "সা দ্বিবিধা স্মৃতিরনুভবশ্চ।" স্মৃতি জ্ঞান হল সংস্কার মাত্রজন্য জ্ঞান। অর্থাৎ সংস্কার থেকে যে জ্ঞান উদ্ভূত হয় তাকে স্মৃতি বলতে হবে। "সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানম্ স্মৃতিঃ।" বেগ ও স্থিতিস্থাপক নামক সংস্কার আত্মাতে না থাকায় কেবল ভাবনা নামক সংস্কারকে এখানে বুঝতে হবে। দীপিকাকার বলেছেন – 'ভাবনাখ্যেয়ঃ সংস্কারঃ'। সাধারনত উপেক্ষাত্মক জ্ঞান এবং নির্বিকল্প জ্ঞানভিন্ন অন্য জ্ঞানের অনুভবের পরেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। ঐ সংস্কার আত্মায় থাকে এবং পরবর্তীকালে ঐ সংস্কার থেকে যে জ্ঞান হয় তাকে স্মৃতিজ্ঞান বলে।

অনুভবের লক্ষন করতে গিয়ে তর্কসংগ্রহকার বলেছেন — "তদ্ভিন্নং জ্ঞানং অনুভবঃ"। তৎ শব্দ দ্বারা স্মৃতিজ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয়েছে। সেকারনে দীপিকাকার বলেছেন — "স্মৃতিভিন্নং জ্ঞানং অনুভবঃ।" অতএব যে জ্ঞানটি সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞান নয় সেই জ্ঞান হল অনুভব পদবাচ্য। এই অনুভব পুনরায় দুই প্রকার। যথার্থ অনুভব ও অযথার্থ অনুভব। — "তদ্বিবিধ যথার্থোহযথার্থশ্চেতি"। যথার্থ অনুভব হল যে বিষয়টি যৎ ধর্মবিশিষ্ট সেই বিষয়টি যদি তৎ ধর্মবিশিষ্টরূপে অনুভূত হয়, তখন সেই অনুভবকে যথার্থ অনুভব বলেছেন। গ্রন্থকার বলেছেন —

"তদ্বতি তৎপ্রকারকোঽনুভবঃ যথার্থঃ। যথা অয়ং ঘটঃ ইতি জ্ঞানম্।" এখানে তৎ শব্দের অর্থ হল প্রকারত্ববান ধর্ম। অনুভবের যথার্থত্ব প্রকার অংশেই গৃহীত হয়ে থাকে। ঘট জ্ঞান স্থলে প্রকারতাবান ঘটত্বই তৎ শব্দের অর্থ। এখন প্রকারতাবান ঘটত্বের অধিকরণ হল ঘট। তদ্বতি শব্দের অর্থ হল যে অধিকরণে প্রকারতাবান ঘটত্ব রয়েছে অর্থাৎ ঘট বিশেষ্যক।

তৎপ্রকারক পদে তদ্ পদটি প্রকারের বোধক ঘটজ্ঞান ফলে তৎপ্রকারকো বলতে ঘটত্ব প্রকারকের জ্ঞান হয়। অতএব ঘটবিশেষ্যক ঘটত্ব প্রকারকো অনুভব হল ঘট বিষয়ক যথার্থ অনুভব। অন্নংভট্ট কৃত যথার্থ অনুভবের লক্ষণকে অন্যভাবে বলতে হয় — "তদ্বিশেষ্যকত্বে সতি তদ্-প্রকারকত্বে সতি অনুভবত্বং যথার্থ অনুভবত্বং।" ঘটবিষয়ক যথার্থ অনুভব হল ঘটনিষ্ঠ বিশেষ্যত্ব বিশেষ্যতা নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটত্ব নিষ্ঠ প্রকারতা বিষয়ক অনুভব। এই যথার্থ অনুভবকেই প্রমা বলে স্বীকার করেছেন নৈয়ায়িকেরা — "সৈব প্রমেত্যুচ্যতে"।

অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ হল — তদভাববতি তৎপ্রকারকোঽনুভবঃ ~~জ্ঞানম্~~ অযথার্থ "অনুভবঃ। অযথার্থ অনুভবে যেখানে প্রকারতাবিশিষ্ট ধর্মটি থাকেনা সেখানে যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয় তাহলে সেই অনুভবটি হবে অযথার্থ অনুভব। রজ্জু দেখে যখন 'অয়ং সর্পঃ' এই অনুভব হয় সেখানে সর্পত্বের অভাবের অধিকরণ রজ্জুতে সর্পত্ব প্রকারকো অনুভব হওয়ায় এই অনুভব অযথার্থ অনুভব হবে।

যথার্থ অনুভব চার প্রকার যথা — প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। এদের করণও চার প্রকার যথা — প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান

Scanned with CamScanner

এবং শাব্দ।

Short questions

1. তর্কসংগ্রহস্য রচয়িতা কঃ ? তস্য সংক্ষেপেন পরিচয়ঃ দেয় ?

⇒ তর্কসংগ্রহস্য রচয়িতা অন্নংভট্টঃ আসীত। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রস্য অদ্বিতীয়ঃ প্রতিনিধিরসৌ উদয়নাচার্যকৃত ন্যায়কুসুমাঞ্জলেঃ প্রেরনাম্ অল্পবু জিজ্ঞাসুনাং সুখাববোধায় তর্কসংগ্রহনামকং লঘুগ্রন্থং রচিতবান্।

2. যদ্যপিহি অপি অসৌ জাত্যা দাক্ষিনাত্যো ব্রাহ্মনঃ আসীত, কিন্তু দক্ষিনভারতাত বারানসীমাগত্য স কর্মভূমিত্বেন শংকরনগরীমেব স্বীকৃতবান্। বারনস্যাম্ এব তর্কসংগ্রহস্য রচনাং কৃতবান্। যত্র অয়ং স্বকীয় পান্ডিত্য প্রভাবেন অপূর্বাং প্রতিষ্ঠাং প্রতিষ্ঠাপয়ামাসঃ।

তর্কশাস্ত্র পারঙ্গত অসৌ উদয়নাচার্যস্য সমকালীনঃ আসীত। অন্নংভট্টস্য সময়ঃ খ্রীষ্টাব্দস্য দশম শতাব্দ্যাঃ মধ্যকালঃ স্বীকৃত অস্তি।

2. তর্কসংগ্রহ শব্দস্য কা ব্যুৎপত্তি ? তর্ক পদস্য কোঽর্থ ইতি সম্যক্ বিবিচ্যতাম্।

⇒ তর্কসংগ্রহ শব্দস্য অর্থ নির্দেশ পুরস্মরং ব্যুৎপত্তিঃ তর্ক্যন্তে প্রমিতি বিষয়ী ক্রিয়ন্তে ইতি তর্কাঃ দ্রব্য-গুন- কর্ম- সামান্য- বিশেষ- সমবায়াভাবাঃ সপ্তপদার্থাস্তেষাং প্রতিপাদ্যভূত বিষয়ানাং সম্যক্ প্রকারেন গ্রহঃ গ্রহনম্ নিশ্চয়াত্মকং জ্ঞানং যস্মাদসৌ তর্কসংগ্রহঃ ইতি

* সাধকতমং করনম্

⇒ আলোচ্য 'সাধকতমং করনম্' এই পানিনীয় সূত্রটি আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত প্রনীত বৈয়াকরন সিদ্ধান্ত কৌমুদী গ্রন্থের অন্তর্গত কারক প্রকরনের করনকারক বিষয়ক সূত্ররূপে গৃহীত হয়েছে।

Scanned with CamScanner